জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-১৪৫ তারিখঃ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি:

মানবাধিকার কমিশনের সহায়তা চাইলেন চরম বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা

‘‘শত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও এবং সরকারি চাকরিতে ১০% প্রতিবন্ধী কোটা সংরক্ষিত থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টি বৈষম্যের জন্ম দেয় যা সংবিধান পরিপন্থী ও মানবাধিকার লঙ্ঘন”। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০২০ সালের বিজ্ঞপ্তির লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রতিবন্ধী চাকরি প্রত্যাশীগণ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে এসব কথা বলেন ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

চাকরি প্রত্যাশী প্রতিবন্ধীদের মধ্যে থেকে কামাল হোসেন পিয়াস কমিশন চেয়ারম্যানকে জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়োগের ফলাফল গত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ প্রকাশিত হয়। ৩৭,৫৭৪ জন প্রার্থীকে সহকারী শিক্ষক পদে নির্বাচন করা হয়। এই নিয়োগে নারী ও পোষ্য কোটা থাকলেও প্রতিবন্ধীদের জন্য কোন কোটা রাখা হয়নি। চাকরি প্রত্যাশী আরেকজন জনাব সাজ্জাদ হোসেন সাজু জানান, বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধীদের মত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের জন্য রাষ্ট্রের বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী হওয়ায় সমাজের সুস্থ মানুষের মত সহজ জীবনযাপন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে তারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করে। এরপরও যদি তারা চাকরির সুযোগ না পায় তবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায়, প্রতিবন্ধী কোটায় চাকরির সুযোগ প্রদানের জন্য দাবি জানান তারা।

কমিশনের চেয়ারম্যান তাদের বক্তব্য অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে শোনেন, তাদের এমন পরিস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী যাতে বৈষম্যের শিকার না হয় এবং কোনরকম ভোগান্তিতে না পড়ে সেটাই কমিশন প্রত্যাশা করে। তাদের অভিযোগের বিষয়ে কমিশন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে কমিশনের চেয়ারম্যান তাদেরকে আশ্বস্ত করেন।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-
ফারহানা সাঈদ
উপপরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ